দশম অধ্যায়: ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠান

▶ যোগ্যতাভিত্তিক কাঠামোবদ্ধ প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন-ক. একটি ধর্মীয় সম্প্রদায় প্রব্রজ্যা প্রবারণাসহ বিভিন্ন রকমের উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করে। এরা কারা? উক্ত ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কী অর্জন হয়? ছয়টি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম লেখ। ১+১+৩ = ৫

উত্তর: বৌদ্ধরা বিভিন্ন রকমের উৎসব ও অনুষ্ঠান পালন করে।
উক্ত ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পুণ্য অর্জন হয়।
ছয়টি ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম হলো–
১. সংঘদান, ২. অষ্টপরিষ্কার দান, ৩. প্রব্রজ্যা, ৪. উপসম্পদা, ৫. প্রবারণা, ও ৬. কঠিন চীবর দান।

প্রশ্ন-খ. তোমাদের বাড়ির পাশের বিহারে এমন একটি দান উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে যা প্রতিটি বিহারে বছরে একবার করা হয়। কোনটি বছরে একটি বিহারে একবার মাত্র করা হয়? ঐ উৎসবে কমপক্ষে কতজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে হয়? এই দান সম্পর্কে তিনটি বাক্য লেখ। ১+১+৩=৫

উত্তর: কঠিন চীবর দান বছরে একটি বিহারে একবার মাত্র করা হয়।
কঠিন চীবর দান অনুষ্ঠানে কমপক্ষে পাঁচ জন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে হয়।
ভিক্ষুদের ব্যবহার্য যে কোন একটি চীবর দিয়ে কঠিন চীবর দান করা যায়। ভগবান বুদ্ধ কঠিন চীবর দানের মহাফল সম্পর্কে যেসব কথা বলেছেন, ভিক্ষুগণ তাও দেশনা করেন। এ দানোৎসবে নানা সম্প্রদায় এবং রাষ্ট্রের ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।

প্রশ্ন-গ. সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করলেন কী উপকার হয় দুইটি বাক্যে লেখ। তুমি একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠানে গিয়ে আনন্দ উপভোগ করেছ। এতে তুমি যা শিখেছ তা তিনটি বাক্যে লেখ। [প্রা.শি.স.প. ২০১৫] ২ + ৩ = ৫

উত্তর: সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগদান করলে সামাজি ঐক্য সংহতি প্রতিষ্ঠিত হয়।
একে অন্যের সাথে সাক্ষাতের ফলে আন্ত-সম্পর্ক দৃঢ় হয়।
ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদানের মাধ্যমে আমি–
১. উক্ত অনুষ্ঠানের মাহত্য সম্পর্কে জেনেছি।
২. আত্মীয়-স্বজনের সাথে দেখা করে সৌহার্দ্যভাব সৃষ্টি করেছি।
৩. এর মাধ্যমে নিজেদের মধ্যে মৈত্রীভাব জাগ্রত করেছি।

প্রশ্ন-ঘ. ধর্মীয় উৎসবে তোমাদের কী করা কর্তব্য পাঁচটি বাক্যে লেখ। ৫
[প্রা.শি.স.প. ২০১৫]

উত্তর: আমরা ধর্মীয় উৎসবে যা করব–
১. আমরা ধর্মীয় উৎসবে অংশগ্রহণ করব।
২. সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করার জন্য সার্বিক সহায়তা করব।
৩. উৎসবের পূজা ও বন্দনায় অংশগ্রহণ করব।
৪. উৎসবের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কিত ধর্মালোচনা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করব।
৫. উৎসবের ভাব-মূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন আচরণ থেকে বিরত থাকব।

http://teachingbd.com

প্রশ্ন-ঙ. ধর্মীয় অনুষ্ঠানই মিলনের জন্য একমাত্র সেতু বন্ধন কীভাবে? পাঁচটি বাক্যে লেখ। ৫

উত্তর: ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানের ফলে একজন আরেকজনের সাথে সাক্ষাৎ হয়। সেখানে কুশল ও ভাব বিনিময়ের মধ্য দিয়ে জ্ঞাতি মিলন হয়। স্বজন পরিজনসহ নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্যভাব সৃষ্টি হয় এবং নিজেদের মধ্যে মৈত্রীভাব জাগ্রত হয়। সৌহার্দ্যভাব সৃষ্টি হলে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা দূরীভূত হয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই ধর্মীয় উৎসব ও অনুষ্ঠানই মিলনের জন্য একমাত্র সেতু বন্ধন।

প্রশ্ন-চ. সংঘদানে কে পঞ্চশীল প্রদান করেন? সংঘদান সম্পর্কে ৪টি বাক্য লেখ। ১+৪=৫

উত্তর: সংঘদানে নিমন্ত্রিত ভিক্ষুসংঘর মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনিই পঞ্চশীল প্রদান করেন।

সংঘদান করলে মহাফল লাভ হয়। কেউ মারা গেলে মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে সংঘদান করা হয়। এছাড়া বিবাহ অনুষ্ঠান, নব জাতকের অন্নপ্রাসনের সময় ও প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠানে সংঘদান করা হয়। সংঘদানে কমপক্ষে ৪ জন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করতে হয়।

Teachingbd.com